দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

চট্টগ্রাম বোর্ড এইচএসসির মেধা তালিকা বদলে গেছে; পাস করা ছাত্র বহিষ্কৃত, ফেল করা তিনজন পাস

ফল প্রকাশের চার মাস পর ত্রুটি ধরা পড়েছে, পুনর্নিরীক্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে কেলেঙ্কারির ঘটনার পর এবার ঘটেছে বড় ধরনের অঘটন। ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের চার মাস পর উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণে পাল্টে গেছে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারীসহ ১৩ জনের ফলাফল। এতে ইতোপূর্বে প্রকাশিত ফলাফলে ৭ম স্থান অধিকারী ফেরদৌস আরা উঠে আসে প্রথম স্থানে। ওএমআর শীটে বৃত্ত ভরাটে মারাত্মক এক ভুলে ফেরদৌস আরার প্রথম স্থান লাভের বিষয়টি ফসকে যায়। এ ছাড়া পুনর্নিরীক্ষণে ইতোপূর্বে অকৃতকার্য ৩ জন হয়েছেন কৃতকার্য। কৃতকার্য একজন হয়েছেন বহিষ্কৃত

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রাম বোর্ড

(১২-এর পাতার পর)

(জালিয়াতির দায়ে)। এ ছাড়া বাকি ৮ জনের প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এজেএম শহীদুল্লাহ এ ব্যাপারে জনকণ্ঠকে বলেছেন, এ ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী শৃঙ্খলা কমিটির সভায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় চার প্রধান পরীক্ষা নিরীক্ষক অভিযুক্ত হয়েছেন। এঁরা হচ্ছেন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক শেখ লিয়াকত, কাপ্তাই কর্ণফুলী কলেজের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক রণজিত চৌধুরী ও পটিয়া সরকারী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল আবদুল মোতালেব।

চ্যালেঞ্জে বিজয়ী চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজের ছাত্রী ফেরদৌসী আরা সাংবাদিকদের বলেছে, ২০০০ সালের এসএসসিতে ৪ নম্বরের জন্য মেধা তালিকায় স্থান না পাওয়া ছিল তার জীবনের বড় ব্যর্থতা। ফলে এইচএসসিতে এসে সে গ্রহণ করে চ্যালেঞ্জ। ফলাফলও হয়েছিল কাঙ্ক্ষিত। ২০০২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ফলাফলে মানবিকে তার স্থান ছিল ৭ম। এতে সে দারুণ বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু নম্বর ফর্দ পাওয়ার পরই তার মাথায় ভেঙে পড়ে আকাশ। তাতে দেখা যায়, এক বড় গলদ। ইংরেজী প্রথম পত্রে সে পেয়েছে ৭৫। কিন্তু ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রে মাত্র ৩১। এই অবিশ্বাস্য ব্যবধান ফেরদৌসীর চ্যালেঞ্জকে আরও ধারালো করে। সে খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জানায় কর্তৃপক্ষের কাছে।

বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, প্রাপ্ত নম্বরে অবিশ্বাস্য ব্যবধানের ফলে বিষয়টি পুনর্নিরীক্ষণ করা হয়। তাতে দেখা যায়, ইংরেজী ২য় পত্রে ফেরদৌসী পেয়েছিল ৬১। কিন্তু কম্পিউটার উপশীটে বৃত্ত ভরাটের সময় ৬-এর স্থলে ৩-এর বৃত্ত ভরাট হয়ে গেলে ফেরদৌসীর নম্বর দাঁড়ায় ৩১। ফলে ৭৫৭ নম্বর পেয়ে তার স্থান হয় ৭ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত ৬১ যোগ করে দেখা যায়, তার প্রাপ্ত মোট নম্বর ৭৮৭ এবং মেধাতালিকায় স্থান প্রথম। এতে প্রথম প্রকাশিত ফলাফল অনুসারে মেধাতালিকায় প্রথম ঘোষিত ফারহানা জেরিন ইমার সাথে ফেরদৌসীর নম্বরের ব্যবধান হয় মাত্র ১। ফেরদৌসীর নম্বর গোলযোগের ঘটনার পর সংশোধিত ফলাফল অনুসারে পূর্ববর্তী ১ম থেকে ষষ্ঠ স্থান পর্যন্ত এক ধাপ নিচে নেমে যায়। বোর্ড চেয়ারম্যান বলেছেন, বোর্ডের পরবর্তী শৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হবে এবং দায়ী পরীক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে মেধাতালিকা সংশোধনের ফলে উত্তীর্ণ তিন পরীক্ষার্থী হচ্ছে রোমান বণিক (বার আউলিয়া কলেজ), একেএম শাহাজাহান (ইসলামিয়া কলেজ) ও জসিম উদ্দিন (এমইএস কলেজ)। এ ছাড়া কক্সবাজার সরকারী কলেজের ছাত্র এসএম ইমরুল কায়েস চৌধুরী হয়েছে বহিষ্কৃত। ফল জালিয়াতির অভিযোগে তার ফল বাতিল করে বহিষ্কার ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের পয়লা জুলাই চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৯৯৬ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু দুই বছর পরই ধরা পড়ে অঘটন। বোর্ডে সর্বপ্রথম মেধা কেলেঙ্কারি ঘটে, ১৯৯৮ সালে। সে বছরের এইচএসসিতে বাণিজ্য বিভাগের মেধাতালিকায় ঘটেছিল পিলে চমকানো জালিয়াতি। ঘটনা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছিল মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে উত্তরপত্র পরিবর্তন ও কারচুপির মাধ্যমে বাণিজ্য বিভাগের প্রথম স্থানটি দখল করেছিল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ছাত্র সৈয়দ আশেকুল কবির মাহমুদ। একইভাবে ১৮তম স্থানটি দখল করেছিল সৈয়দ রুহুল হক। এ ঘটনা প্রমাণিত হলে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোর্ড সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, সে বছর বাণিজ্য বিভাগে প্রকৃতপক্ষে প্রথম হয়েছিল ইস্পাহানী কলেজের ছাত্রী পল্লবী দত্ত। এই পরিবর্তিত ফলাফল অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকের স্থানের ঊর্ধ্বারোহণ ঘটে এবং আরও ৩ জন মেধাতালিকায় উঠে আসে। চাঞ্চল্যকর সে ঘটনা দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। সে ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ২০০২ সালের অঘটন সংশ্লিষ্টদের দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি নিহায়ত দুর্ঘটনা? নাকি অতীতের মতোই জালিয়াতির ফল?